কুমারীগণের রাণীঃ "বুদ্ধিমতী কুমারীরা প্রদীপের সঙ্গে পাত্রে করে তেলও নিয়ে গেল" (মথি ২৫ঃ৪)। কুমারীগণের প্রেমস্বরূপ যীশুই হলেন তাদের বর। তারা স্বর্গে খ্রীষ্টকে তাঁদের রাজারূপে ও মারীয়াকে তাঁদের রাণীরূপে ও সহ-কুমারীরূপে ভালবাসেন।

সমুদয় সাধুগণের রাণীঃ "ভাল লোক তার অন্তরে সঞ্চিত ভালোর ভান্ডার থেকে যত ভাল-কিছুই তো বের করে আনে" (লূক ৬ঃ৪৫)। ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে যে জীবন-যাপন করে ও পবিত্রতার পথে চলে তারাই সাধু-সাধ্বী। মারীয়া সারাটা জীবনই ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে পবিত্রতার পথে চলেছেন।

অমল-সম্ভবা রাণীঃ "সকল নারীর মধ্যে ধন্য তুমি" (লূক ১ঃ৪২)। মারীয়া যীশুকে তার গর্ভে ধারণ করেছিলেন ও তার মা হয়েছেন। তাই আদি পাপ থেকে তিনি মুক্ত ছিলেন।

স্বর্গোন্নীতা রাণীঃ "এবার স্বর্গে দেখা গেল এক মহা নিদর্শনঃ সূর্য-বসনা এক নারী; চন্দ্র তার পদতলে, তার মাথায় বারোটি তারার মুকুট" (প্রত্যাদেশ ১২ঃ১)। ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বর মারীয়াকে সশরীরে স্বর্গে উন্নীত করেছেন ও তাঁকে স্বর্গ ও মর্ত্যের রাণীরূপে ভূষিত করেছেন।

পরম পবিত্র জপমালার রাণীঃ "ঈশ্বরের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস রেখে প্রার্থনায় তোমরা যা কিছু চাইবে, তোমরা তা পাবেই পাবে" (মথি ২১ঃ২২)। মঙ্গলসমাচারের সার আমরা জমমালায় খুঁজে পাই। জপমালা জপের মধ্য দিয়ে মারীয়া সাথে আমরা যীশুর সাথে আরো গভীর সম্পর্ক স্থাপন করি।

পরিবারের রাণীঃ "তারপর তিনি তাদের সঙ্গে নাজারেথে ফিরে গেলেন। সেখানে তিনি সব সময় তাদের বাধ্য হয়েই থাকতেন। তার মা এই সমস্ত কথা নিজের অন্তরে গেঁথে রাখতেন" (লূক ২ঃ৫১)। যীশু-মারীয়া-যোসেফ মিলে পবিত্র-আদর্শ পরিবার গঠর করেছিলেন। প্রতিটি খ্রীষ্টিয় পরিবারের তিনি হলেন আদর্শ মা।

শান্তির রাণীঃ "তোমাদের জন্যে শান্তি রেখে যাচ্ছি; আমারই শান্তি তোমাদের দিয়ে যাচ্ছি" (যোহন ১৪ঃ২৭)। যীশু নিজেই শান্তিরাজ। সেই শান্তিরাজকে মারীয়া এ পৃথিবীতে নিয়ে এসেছিলেন।

উপসংহারঃ মা মারীয়ার প্রতি গভীর ভালবাসা, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সম্মান দেখানোর জন্য মাতামন্ডলী তাকে বিভিন্ন হৃদয়গ্রাহী নামে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু পবিত্র বাইবেলে আমরা পাই মারীয়া নিজেকে শুধু 'আমি প্রভুর দাসী' রূপে নিজেকে ঈশ্বরের চরণে সমর্পণ করেছেন। কারণ তিনি প্রভুর ইচ্ছানুসারে জীবন-যাপন করেছেন। মায়ের সন্তান হিসাবে আমরা প্রভুর দাস-দাসী না হয়ে দাম্ভিক জীবন-যাপন করতেই বেশী পছন্দ করি। প্রতিনিয়ত 'জপমালা' জপের মধ্য দিয়ে আমরা যেন মায়ের মতো নম্র-কোমল-সরল হৃদয়ের অধিকারী হতে পারি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ হের্নান্ডো এম. করোনেল, "তার অপর নাম হচ্ছে মা", বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা-১২১৯, ২০১০ খ্রীঃ